PRINT

সমকাল

পাবিপ্রবির এক দশক

১০ ঘণ্টা আগে

ফারুক হোসেন চৌধুরী

আজ ৫ জুন, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার এক দশকপূর্তি। এই বিশ্ববিদ্যালয় পাবনা তথা সারাদেশে আলো ছড়াতে শুরু করেছে; জ্ঞান অর্জনের তীর্থভূমিতে পরিণত হতে চলেছে। বিজ্ঞানমুখী শিক্ষার প্রসার, সারাদেশে উচ্চশিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি, জ্ঞানচর্চা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে যথাযথ গুরুত্ব প্রদানসহ পঠন-পাঠন ও গবেষণার সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়।

২০০৮ সালে পাবনা শহর থেকে তিন কিলোমিটার পূর্বে ৩০ একর জমির ওপর এ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষা কার্যক্রম শুরু হয় ২০০৯ সালের ৫ জুন। তার পর থেকেই হাঁটি হাঁটি পা পা করে বিশ্ববিদ্যালয়টি মেরুদণ্ড সোজা করে

দাঁড়িয়ে গেছে। ভবিষ্যৎ বাংলাদেশ বিনির্মাণের উপযুক্ত কর্মী তৈরি হচ্ছে এখানে। ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে দক্ষ কর্মী তৈরি করছে।

বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদে ২১টি বিভাগের অধীনে প্রায় চার হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছে। রয়েছে একটি আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট। এ বিশ্ববিদ্যালয়ে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, বি.অর্ক, বিএসসি (অনার্স), বিফার্ম (অনার্স), বিএসএস (অনার্স), বিএ (অনার্স), বিবিএ, এমএসসি, এমএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং, ইএমবিএ, এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রি চালু আছে।

ওয়াজেদ মিয়া বিজ্ঞান ভবন শিক্ষার্থীদের বিজ্ঞানচর্চার উর্বর ক্ষেত্র। রয়েছে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান হল ও শেখ হাসিনা ছাত্রী হল। লাইব্রেরিতে ই-বুক ও ই-জার্নালের সুবিধা ছাড়াও ২৫ হাজার বই আছে। কম্পিউটার ল্যাব ও বিজ্ঞানাগার সর্বশেষ প্রযুক্তি সংবলিত সরঞ্জামে সমৃদ্ধ। বর্তমান যুগ অনলাইন সংবাদপত্রের যুগ। তারই অংশ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের জনসংযোগ দপ্তরের রয়েছে 'ঢ়ঁংঃ হবংঃথি পোর্টাল। বাংলাদেশের বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষাক্ষেত্রে এটি নব উদ্যোগ। এর মাধ্যমে ডিজিটাল বাংলাদেশ বাস্তবায়নে অনন্য উদাহরণ তৈরি হয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষার্থী-অভিভাবক ছাড়াও পাঠকরা তাৎক্ষণিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সব সংবাদ জানতে পারছেন। শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের যাতায়াতের জন্য নিজস্ব পরিবহন ব্যবস্থা রয়েছে। স্বাধীনতা চত্বর থেকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারছে ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন সাংস্কৃতিক সংগঠন শিক্ষার ক্ষেত্রে অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। রয়েছে জার্নালসহ বিভিন্ন প্রকাশনা।

মাত্র ১০ বছরেই এই বিশ্ববিদ্যালয় 'সেন্টার অব এক্সিলেন্স' হিসেবে গড়ে উঠেছে। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে নানা সীমাবদ্ধতার মধ্যেও ১৫০ জন শিক্ষক আপ্রাণ চেষ্টা করছেন শিক্ষার্থীদের সর্বোচ্চ মানসম্মত শিক্ষা দিতে, যাতে তারা আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা পায় এবং শিক্ষার্থীরা প্রতিযোগিতার বাজারে নিজেদেরদের যোগ্য 'পণ্য' করে তুলতে পারে।

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ফলে পাবনা তথা এই এলাকার মানুষের উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়েছে। পাশাপাশি আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে লেগেছে উন্নয়নের ছোঁয়া। স্বল্প সময়ে প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয় এগিয়ে যাচ্ছে বিপুল উদ্দীপনায়। আজকের দিনে আমাদের প্রত্যাশা, এই বিশ্ববিদ্যালয় আধুনিক বিজ্ঞান-প্রযুক্তিময় জ্ঞানে সমৃদ্ধ, যুগোপযোগী, দক্ষ ও মানবিকতা বোধসম্পন্ন মানবসম্পদ সৃষ্টি করে সারা বিশ্বে অনন্য গৌরব অর্জন করবে।

সহকারী পরিচালক, জনসংযোগ দপ্তর, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

faruk_kantho@yahoo.com

© সমকাল 2005 - 2018

সম্পাদক : গোলাম সারওয়ার । প্রকাশক : এ কে আজাদ

১৩৬ তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা - ১২০৮ । ফোন : ৮৮৭০১৭৯-৮৫, ৮৮৭০১৯৫, ফ্যাক্স : ৮৮৭০১৯১, ৮৮৭৭০১৯৬,
বিজ্ঞাপন : ৮৮৭০১৯০ । ইমেইল: info@samakal.com